ঝিনাইদহে সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে টেন্ডারে অনিয়মের অভিযোগ এনে এক ঠিকাদার আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ককে বিবাদি করা হয়েছে।

আদালত বিষয়টি আমলে নিয়েছে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধীকারি মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ২৫০ শয্যা ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রোগীদের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ, গজ কাপড়, লিলেন কাপড়, কেমিক্যাল ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য প্রায় ৬ কোটির টাকার টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়। শর্ত অনুযায়ী সাধারন ঠিকাদারেরা অংশ নিতে অযোগ্য হয়ে পড়েন।

এ নিয়ে এমএস এন্টারপ্রাইজের মালিক মৌসুমি আক্তার মিথিলা বাদী হয়ে সিভিল সার্জন ও তত্বাবধায়ককে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। লিগ্যাল নোটিশে কাজ না হওয়ায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন (যার নাম্বার-৩১/২৫)।

মামলায় ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা.মিথিলা ইসলাম ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে ৩ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বিষয়ে জানতে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মিথিলা আক্তার বলেন, হাসপাতালের টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। তাই এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ ও শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ক্যাডেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শফিক উদ্দিন, এ্যাডজুট্যান্ট সরফরাজ নেওয়াজ, মেডিকেল অফিসার মেজর ডা: নুরুজ্জামান তুর্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আব্বাস উদ্দিন, শিশু কুঞ্জ স্কুলের শিক্ষক মৃনালিনী সরকার, মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতিকে সংবর্ধণা প্রদাণ করা হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালের ছয় কোটি টাকার টেন্ডার

শর্তেও বেড়াজালে পড়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের ছয় কোটি টাকার টেন্ডারে অংশ নিতে পাচ্ছেন না সাধারন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের

মালিকরা। বঞ্চিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এমএস এন্টারপ্রাইজের মালিক মৌসুমি আক্তার মিথিলা বাদী হয়ে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেছেন। যার বিবাদী করা হয়েছে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জনকে।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, বর্তমান তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান শর্ত আরোপ করে তার পছন্দের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য দেনদরবার প্রায় চুড়ান্ত করেছে।

জানা গেছে, ২৫০শয্যা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের- ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য রোগীদের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ গজ কাপড়, লিলেন কাপড়, কেমিক্যাল ও আসবাপত্র সরবরাহের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে সাধারন ঠিকাদারীগন এই কাজে অংশ নিতে না পারে। অভিযোগ রয়েছে রাজশাহীর এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান দেনদরবার শেষ করেছে। এমনকি ওই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে হাসপাতালের ই-টেন্ডারের গোপন পাসওয়ার্ড সরবারহ করেছেন।

মাগুরার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মামুন ড্রাগর্সের মালিক আজিজুল হক অভিযোগ করেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক যে শর্ত দিয়েছেন। তা বিগত দিনে বাংলাদেশের কোনো হাসপাতালে এমন শর্ত দেওয়া হয়নি।

তিনি আরও জানান, ঠিকাদারী কাজে অংশ নেওয়ার জন্য ৯৬টি আইটেমের স্যাম্পল দিতে হবে। কিন্তু এই স্যাম্পল নিতে ৫/৬ লাখ টাকার খরচ হবে। যদি কাজ না পাই তাহলে পরবর্তীতে কোম্পানী থেকে নেওয়া ওই স্যাম্পল ফেরৎ নেবে না। ফলে এই কাজে আমরা অংশ নিতেও পারছি না।

এছাড়াও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করেছেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক রাজশাহীর টোটন এন্টারপ্রাইজকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঢাকায় বসে মোটা অংকের টাকা ঘুষ গ্রহন করে তাকে কাজ পাওয়ায়ে দেওয়ার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এব্যাপারে তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও হিসাবরক্ষক ফেরদৌস হোসেনকে একাধিকবার মোবাইলে ফোন দিলেও তারা ফোন রিসিভ করেনি।

ঝিনাইদহ জেলা সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ মিথিলা ইসলাম জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। তাই এবিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না।

মহেশপুরে ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্ত পারাপারের সময় ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে ৫৮ বিজিবি।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) মহেশপুর বিজিবির মিডিয়া সেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১২ জানুয়ারি রবিবার, রাত ১১ টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নতুনপাড়া বিওপি’র দায়িত্বরত এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৬/৫-এস হতে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুনপাড়া গ্রামের হালিমের আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মদ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যপারে মহেশপুর থানায় মাদকদব্য আটকের মামলা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে এক রাতে সর্বহারা হলো ২৬ জন

ঝিনাইদহ সদরের সর্ব বৃহৎ বাজার হাটগোপালপুরে ২৬ টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে দোকানগুলোর দরজার তালা কেটে চুরি ক্যাশবক্স ভেঙে নগদ টাকা ও মালামাল নিয়ে গেছে।

স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের কয়েকশ গজ দূরের বাজারে এ রকম চুরির ঘটনা জনমনে নানা রহস্য তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, ওই বাজারের মোট ২৬টি দোকানে চুরি হয়েছে। এসব দোকান থেকে ক্যাশবক্স ভেঙে নগদ টাকা, গামেন্টস সামগ্রী, ওষুধ ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে যায় চোরের দল।

স্থানীয় পদ্মকর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিকাশ কুমার বিশ্বাস বলেন, গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় চুরি ডাকাতির কথা শুনে আমাদের বাজারের ব্যবসায়ীদের সর্তক থাকতে বলেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত একই রাতে ২৬ টি দোকানে চুরি হয়ে গেল। দাগী অপরাধী ও মাদাকাসক্তদের গ্রেপ্তার না করলে চুরি-ডাকাতি আরো বেড়ে যাবে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই বাজারে চুরির ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যসহ বাজারের পাহারাদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে চুরির রহস্য উন্মোচন করা হবে।

ঝিনাইদহে জুলাই ঘোষণাপত্রের লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

ছাত্র জনতার আন্দোলনে শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ঘোষণাপত্রের দাবিতে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শনিবার বিকেলে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

সেসময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সমন্বয়ক আবু হুরায়রা, জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আহ্বায়ক নাসির আল সাদী, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম তারেকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত ছিলেন, বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাইদুর রহমান,

রত্না খাতুন, তানাইম, সাব্বির আহমেদ জুয়েল, নাগরিক কমিটির এডভোকেট জাহিদুর রহমান, মুজাহিদুল হক, মনির হোসেন, তরিকুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

সেসময় বক্তারা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদ আওয়ামী দুঃশাসনের পতন হয়েছে উল্লেখ করে দেশে আর কখনোই যেন ফ্যাসিবাদ কায়েম না হতে পারে সেজন্য ছাত্র জনতা এ বিষয়ে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চাঁদাবাজ, লুটপাট ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্বীকতি ও ঘোষণাপত্র প্রকাশে জনমত গঠনের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের সুষ্টু বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবীতে ঝিনাইদহে সাবেক বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১২ জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার পক্ষ থেকে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এতে চাকুরিচ্যুত বিডিআর সদস্য ও বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার সভাপতি বিএম কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ল্যান্স নায়েক আব্দুল কাদের, হাবিলদার আলিফ হোসেন, সিপাহী সেলিম হোসেন, নায়েক মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক মোঃ আজিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্র শিবিরের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আলমঙ্গীর হোসেনসহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, যুগ্ম-আহবায়ক মনির হোসেন, সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ২০০৯ সালে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত, অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতদের সকল

সুযোগ সুবিধাসহ পুণরায় চাকুরীতে পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবী তুলে ধরেন।

হরিণাকুণ্ডু তে চা বিক্রি করে স্বাবলম্বী যুবক শিমুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড়ে চা বিক্রেতা যুবক শিমুল দিনে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার চা বিক্রি করেন। ১৮ বছর বয়সি শিমুল চা বিক্রি করে পরিবারের হাল ধরতে পেরে নিজেকে সফল ও স্বাবম্বি মনে করছেন।

চা বিক্রি করে তিনি বাড়িতে পাঁকা ঘর দিয়েছেন, চাষের জমি বর্গা রেখেছেন, বাড়িতে গরু-ছাগল কিনে পালছেন। দিনে দিনে তার সংসারে স্বাচ্ছন্দ ফিরে এসেছে। শিমুল জোড়াদহ গ্রামে নানা বাড়িতে মানুষ হয়েছে।

সরেজমিনে তার দোকানে গিয়ে দুরদুরান্ত থেকে ছুটে আসা চাপ্রেমীদের সরগরম লক্ষ্য করা যায়। তার দোকানের চা খেতে আসা বিভিন্ন খরিদ্দারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তার দোকানে ভিন্ন স্বাদের দুধ চা ও মালাই চা পান করতে প্রতিদিন ঝিনাইদহ শহর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলা থেকে চা প্রেমিরা ছুটে আসেন।

চা বিক্রেতা শিমুল বলেন, তার দোকানে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা থেকে শত শত চাপ্রেমীরা চা খেতে আসেন। প্রতিদিন ১হাজার থেকে ১২শ কাপ চা বিক্রি হয়, যা গড় হিসাবে প্রতিদিনে ১৫থেকে ২০ হাজার টাকার পারমান চা বিক্রি হয় বলে জানান। লেখাপড়া বেশি দূর না করলেও দিনরাত পরিশ্রম করে নিজেই পরিবর্তন করছেন নিজের ভাগ্য। উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড় এলাকার রাস্তার পাশে শিমুলের চায়ের দোকান। ৭ বছর ধরে চা বিক্রি করছেন এই যুবক। এরও ৫বছর পূর্বে হাফিজুর নামে এক ব্যক্তি দোকানটি শুরু করে।

সকাল ৭টা থেকে সারাদিন চা প্রেমীদের ভিড় লেগেই থাকে দোকানে। প্রতিদিন বিকাল থেকে রাত ৮ট পর্যন্ত বাইরের এলাকা থেকে লোকজন চা

খেতে ভিড় জমায়।

প্রতি কাপ দুধচা ২০ টাকা করে বিক্রি করি, এখন পর্যন্ত কোন খরিদ্দারের অভিযোগ পাননি বলে শিমুল জানান। তিনি আরও বলেন, চা বিক্রির পরিমান এখন অনেক বেশি, আয়ও ইনশাল্লাহ ভালোই হয়, এই আয় দিয়ে বাড়িতে একটি পাকা ঘর করেছি, জমি বর্গা রেখেছি, সবমিলিয়ে পরিশ্রম করে ভালোভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছি।’

তিনি আরও বলেন, আমার চা তৈরীর পদ্ধতি হরিণাকুÐ◌ু উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে এখন চালু হয়েছে। আমি ওইসব চা দোকানদারদের চা তৈরীর পদ্ধতি শিখিয়েছি। অনেক বেকার যুবক তার কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আসে। তিনি তাদের সঠিক পরামর্শ দেন। তার এই ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেকার যুবকরা মনে করছেন কোন কাজই ছোট নয়, যেকোনো কাজ করে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষক সমাবেশ

সার সিন্ডিকেট বন্ধসহ ১২ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শৈলকুপা উপজেলা কৃষক কল্যাণ সমিতির নেতৃন্দের উদ্যোগে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সিনিয়র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মোঃ কেরামত আলীর সভাপতিত্বে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা কৃষক কল্যান সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ মুসা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কৃষক কল্যাণ সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল ইসলাম ডন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষক নেতা মোহাম্মদ তুহিন মিঞা। কৃষকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, শৈলকুপার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের রহমত এলাহী মিঠু, হাকিমপুর

ইউনিয়নের সেলিস হোসেন, মনোহরপুর ইউনিয়নের খুশি খাতুন, মির্জাপুর ইউনিয়নের ইউনুসসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, সিন্ডিকেট করে কৃত্তিম সার সংকটের কারনে কৃষক এবং কৃষি খাতে ধ্বংস নামতে পারে। ন্যায্যমূল্যে কৃষকরা যেন সময়মত সার পায় এবং সার ক্রয়ের মেমো দিতে হবে। ১ মন হিসেবে ৪০ কেজির বেশি ওজন নেওয়া বন্ধ করতে হবে। সেই উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারিত থাকতে হবে। এছাড়াও ভর্তুকি বাড়িয়ে ডিজেলের দাম কমাতে হবে। আলোচনা সভা শেষে শৈলকুপা উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

ঝিনাইদহে পরিছন্নতা অভিযান ও গ্রীন স্কুল ক্যাম্পেইন

“এসো দেশ বদলায়, পৃথিবী বদলাই” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাণবন্ত তারুণ্যের উৎসব পরিছন্নতা অভিযান ও গ্রীন স্কুল ক্যাম্পেইন।

বৃহস্পতিবার সকালে এ উৎসবে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্কাউটস ও শহরের একাধিক স্কুলের ছাত্র- ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী, উপজেরা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা অফিসার মিথিলা ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের যুগ্ম আহবায়ক মনির হোসেন, শিক্ষক প্রতিনিধি মাওলানা তরিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মুন্সি মোঃ আবু জাফর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। নিজের চারপাশ

নিজেদের দ্বায়িত্বে যদি পরিস্কার রাখা যায় তাহলে নিজেরদের আঙ্গিনা, শহর, বাজার কখনোই অপরিস্কার হবে না। তাই সবার আগে নিজের আঙ্গিনাকে পরিস্কার রাখতে সকলে প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠান শেষে শহরের বিভিন্ন সড়কে পরিছন্নতা অভিযান ও বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। পরে র্যালিটি ঝিনাইদহ সরকারি বালক বিদ্যালয় গিয়ে শেষ হয়।